গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প
২৪/ডি তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নং-৫৫.০০.০০০০.১২০.১৪.০২৮.২২-১২১(ক) তারিখঃ-১৫/০৩/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্ম বার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস, ২০২৩ উপলক্ষ্যে শিশু অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন সংক্রান্ত।

আইনের মাধ্যমে উন্নয়ন এবং জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণকল্পে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে SDG বাস্তবায়নের অন্যতম টার্গেট 16.b বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগকে লিড ডিভিশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকল্পে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক "আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বিগত ০৬/০৬/২০২২ইং তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ বিষয়ে স্মারক নং ২০.০৩.০০০০. ৪০২. ১৪.৭২৮.২২- ৭৩, তারিখ ০৯ জুন, ২০২২ইং এর মাধ্যমে অনুমোদন আদেশ জারী করা হয়েছে । প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৬ এবং জিওবি অর্থায়নে ৩৮৭২.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

২। উক্ত প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে তাদের সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজনের বিধান রয়েছে। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্ম বার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস, ২০২৩ উপলক্ষ্যে শিশু অধিকার আইন সম্পর্কে সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) তেজগাঁও, ঢাকা এর কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) এর সকল সদস্যসহ অত্র বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালা আগামী ১৯/০৩/২০২৩ ইং তারিখে সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) তেজগাঁও, ঢাকা তে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কর্মশালায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

৩। উক্ত কর্মশালায় সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) তেজগাঁও, ঢাকা এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং শিশু পরিবারের সকল সদস্যগণকে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণের আপ্যায়নসহ অন্যান্য ব্যয়ভার প্রকল্প হতে বহন করা হবে।

১৫/০৩/২০২৩

(ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ফোন:২২৩৩৯০৬৫৩
মোবাইল: ০১৭১৬৭৮৯৪৫৭
ই-মেইল: pdslcabp@gmail.com

প্রাপক,
ঝর্ণা জাহিন
উপ-তত্ত্বাবধায়ক
সরকারি শিশু পরিবার, তেজগাঁও, ঢাকা

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ:

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প
২৪/ডি, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্ম বার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস, ২০২৩ উপলক্ষ্যে শিশু আইনে উল্লিখিত শিশু অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কর্মশালার রেকর্ডস্ অব ডিসকাশন।"

সভাপতি : ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন
প্রকল্প পরিচালক, আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প

প্রধান অতিথি : জনাব মোঃ মইনুল কবির
সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তারিখ : ১৯ মার্চ, ২০২৩ খ্রি.

স্থান : সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) তেজগাঁও, ঢাকা।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট SDG এর Target 16b (Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development) এর লক্ষ্যমাত্রা এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প কর্তৃক "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩তম জন্ম বার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস, ২০২৩ উপলক্ষ্যে শিশু আইনে উল্লিখিত শিশু অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কর্মশালা সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) তেজগাঁও, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মইনুল কবির, সভাপতিত্ব করেন আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন। এ ছাড়াও লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান, উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সহকারী সচিব, ব্যক্তিগত কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীগণ এবং সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) তেজগাঁও, ঢাকা এর কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শিশু পরিবারের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

(অংশগ্রহণকারীদের তালিকা সংযুক্ত)।

উক্ত কর্মশালায় সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) তেজাগাঁও, ঢাকা এর উপ-তত্ত্বাবধায়ক বেগম ঝর্ণা জাহিন, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আইন প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প কর্তৃক শিশু পরিবারে কর্মশালাটি আয়োজনের জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিশুদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের কল্যাণার্থে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। তারই পথ অনুসরণ করে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশু আইনকে আরো যুগোপযোগি করে ২০১৩ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কে শিশুদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমুখী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

প্রধান অতিথি জনাব মো: মইনুল কবির বলেন, বঙ্গবন্ধু শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। বিভিন্ন কাজে বঙ্গবন্ধু যখন গ্রামেগঞ্জে যেতেন, চলার পথে শিশুদের দেখলে গাড়ি থামিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প করতেন। খোঁজখবর নিতেন। দুস্থ ও গরিব শিশুদের দেখলে কাছে টানতেন। কখনও বা নিজের গাড়িতে উঠিয়ে অফিসে বা নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। দিতেন কাপড়-চোপড়সহ নানান উপহার। চেষ্টা করতেন সব শিশুর মুখে হাসি ফোটানোর। শিশুদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুয়ার ছিল অবাধ। তাদের সঙ্গে সময় কাটানো, তাদের জন্য কিছু করার আগ্রহ ছিল তার প্রবল। তিনি মনে করতেন, শিশুদের প্রাণে জাগাতে হবে অসাম্প্রদায়িক চেতনা। সকল প্রকার অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে দূরে ঠেলে নতুন থেকে নতুনের দিকে এগিয়ে চলার যে শিক্ষা শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়ক, সেই শিক্ষাই ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন শিশুর অন্তরে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের লক্ষ্যে The Primary Schools (Taking Over) Act,1974 প্রণয়ন করেন। এরপর প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সময়েই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই, অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ ও খাবার বিতরণ করা হত শিশুদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগও দিয়েছিলেন তিনি। গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পোশাকও দেওয়া হত। "বঙ্গবন্ধু সংবিধানে যুক্ত করলেন, শিক্ষা হবে প্রজাতন্ত্রের সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক। বহু বিত্তহীন ও দরিদ্র পরিবার আছে, যারা দুই বেলা খেতে পায় না, তারা শিশুদের স্কুলে পাঠাবে কীভাবে? তাদের তো অর্থ নাই- সেজন্যই তিনি করলেন সবার জন্য অবৈতনিক। বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও একমুখী।

কর্মশালার সভাপতি ও প্রকল্প পরিচালক(যুগ্মসচিব) ড.মোহাম্মদ মহিউদ্দীন বলেন, যার জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না, তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি দেশকে ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন দেশের মানুষকে। এমনকি শিশুদেরও ভালোবাসতেন তিনি। তার একাধিক নিদর্শন তিনি রেখেছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন কার্যক্রমে। পাশাপাশি শিশুরাও বঙ্গবন্ধুকে আপন করে নিত। তাই এই মহান নেতার জন্মদিনকে 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

তিনি বলেন, শিশুরাই আগামী প্রজন্ম। তারা গড়ে উঠুক কল্যাণকামী ও সৌন্দর্যমূলক জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যদিয়ে। এ স্বপ্ন আমাদের চেতনায় জাগিয়ে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর কাছে তাঁর শিশুপুত্র রাসেল ছিল বাংলাদেশের সব শিশুর প্রতীক। তিনি অনুধাবন করেছেন, শিশুর কাছে জাত-পাত, ধনী-গরিবের ভেদাভেদ নেই। স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়তে হলে শিশুদেরও গড়তে হবে। ওদের ভেতরে দেশপ্রেম জাগাতে হবে। তাই তো সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে সব নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে শিশুদের অগ্রগতির বিশেষ বিধান প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্য এবং জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শিশু উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেন।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন সমাজ, মানুষ আর মানুষের রাজনীতির মধ্যে যত বিভেদই তৈরি হোক না কেন, প্রতিটি শিশুকে সাম্য ও সমতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠতে হবে। স্বাধীন বাংলাদেশকে গড়তে হলে শিশুদের গড়তে হবে।

শিশুদের সুরক্ষায় পূর্ণাঙ্গ একটি আইনই করে ফেললেন তিনি। ১৯৭৪ সালের ২২ জুন প্রণীত হয় শিশু আইন (চিলড্রেন অ্যাক্ট)। এই আইনের মাধ্যমে শিশুদের নাম ও জাতীয়তার অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। শিশুদের প্রতি সব ধরনের অবহেলা, শোষণ, নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন, খারাপ কাজে লাগানো ইত্যাদি থেকে নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। অহিংসা দিয়ে, মানবপ্রেম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে সমাজে যে আদর্শ বঙ্গবন্ধু নির্মাণ করে গেছেন তার মৃত্যু নেই; ক্ষয় নেই।

সভাপতি মহোদয় বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার অন্যতম শক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম; যারা আজকের শিশু-কিশোর। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলছেন, সেই বাংলাদেশের আগামী নেতৃত্ব আজকের শিশু-কিশোরদের কাছে। বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'শিশু হও, শিশুর মতো হও। শিশুর মতো হাসতে শেখো। দুনিয়ার ভালোবাসা পাবে।' শুধু তা-ই নয়, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৫৬ সালের ৫ অক্টোবর দেশের ঐতিহ্যবাহী শিশু সংগঠন 'কচি-কাঁচার মেলা' প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতিচর্চা, খেলাধুলার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক চেতনা, দেশ ও মানুষকে ভালোবাসার মানসিকতা বিকাশে শিশুরা সেখানে নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে ওঠার প্রেরণা পাচ্ছে। শিশুরা দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছে।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান শেষে এতিমদের মধ্যে খাবারের আয়োজন করা হয়।

২৩/০৩/২০২৩

(ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন)
প্রকল্প পরিচালক
(যুগ্মসচিব)